

গান্ধীজীর দৃষ্টিতে নারী



ভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সুবক্তা ভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবাংলায় গান্ধী দর্শনের একজন ব্যাখ্যাতা বলে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। পঞ্চাশ বছরের অধিক কাল ধরে তিনি গান্ধী-সাহিত্য নিয়ে পঠন-পাঠন করেছেন এবং ছাত্রাবস্থা থেকেই নানা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গান্ধীজীর গঠনকর্মে লিপ্ত হয়েছেন। ভবানী প্রসাদ পেশায় ইঞ্জিনিয়ার হলেও ছিলেন সাহিত্যানুরাগী ও গান্ধী সাহিত্যের একজন সংস্কারমুক্ত প্রবক্তা। অন্ততঃ দুই শতাধিক প্রবন্ধ এবং প্রায় চল্লিশটি পুস্তক-পুস্তিকার রচনাকার। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে মার্গ-মাত-মহাত্মা, গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙ্গালী, স্বদেশী, স্বরাজ-গ্রাম স্বরাজ, মহাজীবন, দেশবিভাগ-পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী, পরম বাক্য রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী, গান্ধীজী ও নেতাজী, বিজ্ঞান-সীমা ও সীমানা।

গ্রন্থের নাম

গান্ধীজীর দৃষ্টিতে নারী

লেখক
প্রকাশক

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়, বারাকপুর

প্রকাশের তারিখ

২০০৯ (তৃতীয় সংস্করণ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা

৫৬

মূল্য :

২০.০০ টাকা

সারাংশ

নর ও নারী সমাজদেহের উভয়ঙ্গের সম্যক সমাহার ও সমন্বয়ই পূর্ণতা। বেদ উপনিষৎ-এর যুগের মৈত্র্যেী থেকে শুরু করে মহাভারতের যুগের যাজ্ঞসেনী, চিত্রাঙ্গদা প্রমুখ চরিত্র ভারতীয় সমাজে নারীর সার্বভৌমত্বের প্রতীক। কিন্তু কালক্রমে পূর্বোক্ত ব্যবস্থার অতীব যুক্তিযুক্ত বিধানের ক্রম ব্যতিক্রম ঘটতে ঘটতে এই ভারতেই নারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পর্যবসিত করা হয়। গান্ধীজীর দৃষ্টিতে নারী গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। গান্ধীজীকে তাঁর কালের বিশিষ্ট communicator বা জনগণের সঙ্গে যোগাযোগকারী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে (চিঠিপত্র ছাড়াও) অজস্র লেখা ছিল তাঁর এই সংযোগ রক্ষার উপায়। বলা বাহুল্য, নারী-সমাজ এবং তার সমস্যা ও সমাধান সম্বন্ধেও তাঁর রচনাবলীতে বহু উপাদান পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় গান্ধীজীর মত ও পথ সম্বন্ধে অন্যতম প্রবক্তা ও ভাষ্যকার, বহুজন সংবর্ধিত গ্রন্থের রচয়িতা ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এই নতুন কীর্তিটি এই প্রয়োজনীয় বিষয়টি উপস্থাপন করেছে। বিষয় প্রবেশের পর গান্ধীজীর রচনাসমূহ মন্থন করে তিনি নারীর বৈশিষ্ট্য, নারী প্রবেশের পর গান্ধীজীর লালসার বস্তু নয়, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক, বিবাহ ও তার তাৎপর্য, সতী ও সতীত্বের ধারণা, বৈধব্য ও বিধবাবিবাহ, সংগ্রাম ও আত্মরক্ষায় নারী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির উপর আলোকপাত করেছেন। এই মূল্যবান গ্রন্থটি কেবল উল্লেখ্য গান্ধী-সাহিত্য রূপে স্বীকৃতিই নয় নারীদের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠারও মূল্যবান সহায়কও হবে।